16৩

দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ ... MAR. 22 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১ কলাম ২

সার্ক স্পীকার্স এ্যাসোসিয়েশন সম্মেলনে বেগম জিয়া

সরকারী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাঝে বিরোধী দলের সুষ্ঠু ভূমিকা নিশ্চিত করার দায়িত্ব স্পীকারের

স্টাফ রিপোর্টার ॥ বিরোধীদলীয় নেত্রী ও বিএনপি চেয়ারপার্সন খালেদা জিয়া বলেছেন, সংসদে সরকারী দল যেন তাদের সংখ্যাগরিষ্ঠতার অপব্যবহার করতে না পারে এবং বিরোধী দল যেন তাদের যথাযথ ভূমিকা পালনের সুযোগ পায় তা দেখার দায়িত্ব স্পীকারের। রবিবার ঢাকায় সমাপ্ত সার্ক স্পীকারস এ্যান্ড পার্লামেন্টারিয়ানস এ্যাসোসিয়েশনের তিন দিনব্যাপী সম্মেলনের সমাপনী অধিবেশনে প্রধান অতিথির ভাষণে তিনি এ কথা বলেন। সংসদের অভিভাবক হিসাবে স্পীকারের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকার উল্লেখ করে তিনি আরও বলেন, সরকারী দলসহ সকল দলের মধ্যে জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রেও স্পীকারের দায়িত্ব রয়েছে। সংসদে সকল দলই যাতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে সে জন্য তাদের মধ্যে সংলাপ ও সমঝোতার জন্য স্পীকারকে অবশ্যই উদ্যোগ নিতে হবে। স্পীকার হবেন নিরপেক্ষ এবং তিনি গণতান্ত্রিক পন্থায় সংসদে সমতা বজায় রাখবেন।

স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত সমাপনী অধিবেশনে আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু এবং সম্মেলনে অংশগ্রহণকারী সার্কভুক্ত অন্যান্য দেশের স্পীকার ও প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দও বক্তব্য রাখেন। এর আগে সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীরা দুই গ্রুপে ভাগ হয়ে যে দুটো

(শেষ পৃষ্ঠা ৩ কঃ দেখুন)

সরকারী দলের

(প্রথম পাতার পর)

বিষয়ের ওপর দু'দিন ধরে আলোচনা করেন তার সুপারিশমালা চূড়ান্ত করা হয়। 'সংসদ. সদস্যদের নৈতিক মানদণ্ড এবং স্বার্থের সংঘাত' বিষয়ের ওপর আলোচনা শেষে সংসদ সদস্যদের জন্য আচরণবিধি প্রণয়ন, নির্বাচনী খরচ কমানো, নির্বাচনের সময় তারা কোথা থেকে কত অর্থ সাহায্য পাচ্ছে বাধ্যতামূলকভাবে তা প্রকাশ করা, সম্পত্তি ও প্রাপ্ত উপহার আতিথেয়তার হিসাব প্রদান ইত্যাদি সুপারিশ করে সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রে নির্বাচন কমিশনকে এসব বিষয় দেখাশোনা করা, অন্যথা হলে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়ার সুপারিশ করা হয়। 'সার্কভুক্ত দেশসমূহের মধ্যে যোগাযোগ এবং তথ্য বিনিময়' শীর্ষক অপর বিষয়ের সুপারিশমালায় এসব দেশের মধ্যে টেলিযোগাযোগের ব্যয় কমানো, ভ্রমণের ক্ষেত্রে ভিসা ব্যবস্থা শিথিল করা, বিভিন্ন শ্রেণী-পেশার নাগরিকদের মধ্যে নিয়মিত সফর বিনিময় ইত্যাদির কথা বলা হয়।

সমাপনী অধিবেশনে দেয়া ভাষণে সংসদে বিরোধী দলের নেতা বেগম জিয়া প্রায় ২০ বছর আগে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি মরহুম জিয়া সার্কের কথা ভেবেছিলেন এবং তা গঠনের উদ্যোগ নিয়েছিলেন-- এ কথা উল্লেখ করে বলেন, সার্কের মাধ্যমে ইতোমধ্যে বেশকিছু ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি হয়েছে, যা দক্ষিণ এশিয়াকে একটি স্বতন্ত্র পরিচিতি এনে দিয়েছে। তবে তিনি বলেন, দারিদ্র্য দূরীকরণসহ সার্কের বেশকিছু উচ্চাভিলাষী কর্মসূচীও রয়েছে যেগুলো বাস্তবায়িত না হলে সার্কের মূল লক্ষ্যগুলোর কয়েকটি অর্জনের বাইরেই থেকে যাবে। দ্বিপাক্ষিক ও আঞ্চলিক পর্যায়ে আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে শুধু আর্থসামাজিক ক্ষেত্রেই নয়, এতদঞ্চলের দেশগুলোতে রাজনৈতিক ও নিরাপত্তার ক্ষেত্রেও সার্ক ভাল কিছু করার সুযোগ সৃষ্টি করেছে বলেও তিনি উল্লেখ করেন।

আইনমন্ত্রী আবদুল মতিন খসরু বলেন, সংসদের গ্রহণযোগ্যতা নির্ভর করে সদস্যদের আচরণের ওপর। সংসদকে জনপ্রতিনিধিদের কথা বলার স্থান বলা হলেও সেখানে সব সময় জনগণের কথা বলা হয় কিনা--এ প্রশ্ন তুলে আইনমন্ত্রী বলেন, পয়েন্ট অব অর্ডার যখন পয়েন্ট অব ডিজঅর্ডারে রূপ নেয় সংসদ তখন প্যান্ডোরার বাক্সে পরিণত হয়। তিনি বলেন, সকলের সম্মিলিত সদিচ্ছার মাধ্যমে আমাদেরকে অবশ্যই এমন পথ খুঁজে বের করতে হবে যাতে সংসদ সত্যিকার অর্থে কার্যকর এবং গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

স্পীকার হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী বলেন, সরকারকে যদি সংসদের কাছে জবাবদিহিমূলক হতে হয় তাহলে সংসদ সদস্যদেরকে সংসদে এবং তাঁদের নির্বাচকমণ্ডলীর কাছে আরও বেশি জবাবদিহিমূলক হওয়া উচিত। এ ছাড়া তাদেরকে সর্বোচ্চ নৈতিকতা দেখাতে এবং সুস্থ রাজনৈতিক পরিবেশ বজায় রাখতে হবে। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে ভারতীয় লোকসভার স্পীকার জিএমসি বালাযোগী, পাকিস্তানের জাতীয় পরিষদের স্পীকার এলাহী বখত খসরু, শ্রীলঙ্কার ডেপুটি স্পীকার অনিল মুনেসিঙ্গেসহ মালদ্বীপ, ভুটান ও নেপালের প্রতিনিধি দলের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য রাখেন।

ঢাকা সম্মেলন ছিল এই সংগঠনের তৃতীয় সম্মেলন। এতে ঠিক হয়েছে পরবর্তী সম্মেলন হবে শ্রীলঙ্কায়, নতুন শতাব্দীর শুরুতে ২০০০ সালে।